দৈনিক সংবাদ

তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 APR 1989
পৃষ্ঠা 4 5

67

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

এইচ, এস, সি পরীক্ষার রুটিন প্রসঙ্গে

এবারের এইচ,এস,সি পরীক্ষার রুটিন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার অনেক আগে প্রকাশ করিয়া পরীক্ষার্থীদের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহাতে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। কিন্তু রুটিনে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার আগে কর্তৃপক্ষ কোন বন্ধ দেন নাই। উচ্চ মাধ্যমিক-এর সিলেবাস অনেক বড়। এই কারণে প্রতিবছর পদার্থ, রসায়ন ও অংক ১ম ও ২য় পত্রের আগে বন্ধ থাকে।

পরীক্ষার আগে বন্ধ না থাকায় নকলের হার বাড়িয়া যাওয়ার আশংকা অধিক। এতে কর্তৃপক্ষের নকল রোধের প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হইবে।

অতএব কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন এই যে, অংক, পদার্থ, রসায়ন পরীক্ষার আগে বন্ধ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুষ্ঠু ভাবে, পরীক্ষা দিতে সহায়তা করুন।

সকল এইচ, এস, সি পরিক্ষার্থীর পক্ষে—
আবুল হাসান, মধ্য বাসাবো,
ঢাকা।

॥ ২ ॥

কয়েকদিন আগে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পত্র-পত্রিকা মারফত এবারকার ৮ই জুন থেকে অনুষ্ঠিতব্য এইচ,এস,সি পরীক্ষার সময়সূচী জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- এবারকার সময়সূচীটি বিগত বছরগুলির সময়সূচী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

সময়সূচীতে দেখা যাচ্ছে ৮ই জুন সকাল ও বিকেল একই দিনে বাংলা ১ম পত্র ও বাংলা ২য় পত্র দুটি বিষয় পরীক্ষা ফেলা হয়েছে। তাছাড়া ১০ই জুন থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত একটা মাত্র শুক্রবার ছাড়া (২৩শে জুন) প্রতিদিনই একটি করে বিষয় পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষার মধ্যে একটা দু'টি দিনও বন্ধ রাখা হয়নি।

প্রথমতঃ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অসংখ্য প্রতিকূলতা পেরিয়ে এ বছরের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। অনেক কলেজ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এখনও ঠিকমত পড়াশুনার পরিবেশ ফিরে পায়নি। স্বাভাবিক কারণে অন্যান্যবারের তুলনায় তাই এবারকার পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির পথে তাই যথেষ্ট বাধা আসাহেতু প্রস্তুতিও খুব ভাল হবার কথা নয়, বিশেষ করে গ্রামের পরীক্ষার্থীদের। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার পূর্বদিনটায় অন্তত একবার করে পড়া বিষয়গুলো রিভাইজ করার সুযোগ দেয়া দরকার।

তাই ঢাকা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ দেশের বিগত অবস্থার দিকে তাকিয়ে এ বছরের জন্য এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন করে পরীক্ষার ফাঁকে একটা দু'টা দিন করে ছুটি দেয়া হোক।

জনৈক অভিভাবক,
ঢাকা।

॥ ৩ ॥

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়সূচী অনুসারে যথাক্রমে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের পরীক্ষা বিরতিহীনভাবে ৮ই জুন থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। সময়সূচী লক্ষ্য করলেই এর যৌক্তিকতার প্রশ্ন আসে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় প্রতিটি ছাত্রের নির্ধারিত বিষয়। বিষয় তিনটির সিলেবাস (প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্গত দু'টি পত্র) অত্যন্ত বড় এবং অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা জটিল। বিশেষ করে গণিত যার প্রথম পত্রে বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও ঘনজ্যামিতি রয়েছে, দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত ক্যালকুলাস, স্থিতিবিদ্যা, গতিবিদ্যা এবং জ্যামিতি। কোন বিরতি ছাড়া একটানা বাংলা, ইংরেজী, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞানের মোট ১২টি পত্রের পরীক্ষা একজন সাধারণ ছাত্রের জন্য যে কতটুকু কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর, তা বলাবাহুল্য। এ ছাড়া সারা বছরের পড়াশোনার পরে পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে রিভিশনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রসায়ন ও গণিতের মোট ৪টি পত্রের প্রত্যেকটির রিভিশনের জন্য একাধিক দিনের প্রয়োজন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষকে সিংহভাগ ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে রুটিন বদলানোর বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করছি।

রাহাত আইয়ুব (রিটু)
পরীক্ষার্থী,
নটরডেম কলেজ,
ঢাকা।

ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার-নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র কোনগুলো ?

জেলা পর্যায়ে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক হারে নকল হওয়ার অভিযোগে ১৯নম্বর ধারা মোতাবেক সরিষাবাড়ী, ধনবাড়ী ও গফরগাঁও এর ১৯৮৮ সনের ডিগ্রী পরীক্ষা ও পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেছেন। এতে করে অপরাধী ছাত্রের পাশাপাশি অনেক নিরপরাধ ছাত্রও শাস্তি পেয়েছে। আমার পরিচিত জনৈক ছাত্র এস, এস, সিতে তিনটি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত এবং এইচ,এস,সিতে তিনটি লেটারসহ ষ্টার মার্কস প্রাপ্ত। সে সেশনজটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে সরিষাবাড়ী কেন্দ্র থেকে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে একটি বছর পিছিয়ে যেতে হল অর্থাৎ সেশন জটের মধ্যে পড়তে হল। এদেরকে এভাবে শাস্তি না দিয়ে খাতাগুলো বিশেষভাবে দেখলে কি হতো না ? এখন স্বভাবতঃ ১৯৮৯ সনের ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার্থীদের মনে একটাই প্রশ্ন-পরীক্ষার জন্য কোন কেন্দ্রটি নির্ভরযোগ্য।

অতএব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দয়া করে জানিয়ে দেবে কি ১৯৮৯ সনের ডিগ্রি (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার জন্য কোন কোন কেন্দ্র নির্ভরযোগ্য।

মো: হায়দার [illegible]
১১৩/সি [illegible]
সাদর [illegible]
রুপতিয়া [illegible]